তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সচিত্র প্রতিবেদন

জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০১৮

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: +৮৮০১৫৫২৪৯৩৫১৮
info@wbbtrust.org tcb@wbbtrust.org www.wbbtrust.org

মূল প্রতিবেদন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ***ধারা ৫ এর (ছ) এ বলা আছে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না।*** কিন্তু আইন লঙ্ঘণ করে রাজধানীসহ সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে চলছে ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো, আবুল খায়ের ট্যোবাকো, আকিজ টোব্যাকো, ঢাকা টোব্যাকোসহ অন্যান্য তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম। তামাক কোম্পানিগুলো দিনের পর দিন নিত্য নতুন আঙ্গিকে আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রদর্শণ করে চলছে, যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সম্পূর্ন অবৈধ এবং শাস্তিমূলক কাজ।

বর্তমানে তামাক কোম্পানিগুলো বিক্রয়স্থল (point of sales)-কে বিজ্ঞাপনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। তাছাড়া উন্নতমানের রেষ্টুরেন্ট (যেখানে তরুণদের যাতায়াত বেশি), বিভিন্ন সুপারশপে (বিশেষ করে মিনাবাজার, প্রিন্সবাজার) তামাকজাত দ্রব্যের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। লোভনীয় চাকরীর প্রলোভন দিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে নানা ইভেন্ট আয়োজন, বিনামূল্যে কোম্পানির লোগো সম্বলিত টি-শার্ট, লাইটার, ফ্রি সিগারেট, ফ্রিজসহ বিভিন্ন ধরনের উপহারসামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের ব্রান্ড প্রমোশন ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিভিন্ন তামাক কোম্পানি।

এছাড়াও তামাক কোম্পানিগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে রাস্তায়, পার্কে ও বিভিন্ন জনসমাগম স্থলে ভ্রাম্যমাণ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশেষ দিবস ও অনুষ্ঠানে (নতুন বছরের প্রথম দিন, স্বাধীনতা-বিজয় দিবস, বৈশাখী মেলা, বই মেলা) তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসী প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে ধূমপানে আসক্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে যা সুস্পষ্টভাবে ২০০৫ সালে প্রণীত "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" এর লঙ্ঘণ ।

দেশের ৮টি জেলা ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর প্রতিনিধিরা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮) তিন মাসে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের অবস্থার উপর পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অনুসন্ধানের মাধ্যমে উল্লেখিত বিষয়ে ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের তোয়াক্কা করছে না ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি

জনস্বার্থে প্রণীত আইন তোয়াক্কা করছে না বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি। আইন পালনের পরিবর্তে সারাদেশে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সম্প্রতি, লালমাটিয়ার ডি ব্লকে সিগারেটের প্রচারণা কার্যক্রম (সিগারেটের নতুন বিক্রয়কেন্দ্র- পয়েন্ট অব সেল স্থাপন, সুসজ্জিত বক্সে সিগারেটের বিজ্ঞাপন স্থাপন) পরিচালনা করেছে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটিবি)।

২৬ আগষ্ট, রবিবার সকাল ১১ টায় লালমাটিয়ার ডি ব্লকে সরোজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, “তারা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে” বিএটিবি’র প্রতিনিধিরা তামাকজাত দ্রব্যের নতুন বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও আশে পাশে ‘স্টার নিও’ সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিজ্ঞাপন স্থাপনের পাশাপাশি এ সকল কার্যক্রমের দৃশ্য ধারণ করছে পুরো শ্যুটিং ইউনিটের মাধ্যমে। পিকআপ ভ্যানে করে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণসহ ১০-১৫ জনের একটি দল এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের কার্যক্রম পুরো এলাকায় ব্যাপক সারা ফেলেছে!

উল্লেখ্য, “তারা” ষ্টোরের আশে পাশে কার্ডিফ স্কুলসহ বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে প্রচুর পরিমাণ শিক্ষার্থী রয়েছে। বিগত দিনেও দেখা গেছে, কোম্পানিগুলো মূলত, তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আসক্ত করতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশে-পাশে এ ধরনের প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কোন সন্দেহ নেই এটি তামাক কোম্পানির এক ধরনের বাজার সম্প্রসারনের কৌশল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করে তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে তামাক কোম্পানির এ ধরনের প্রচারণা সরাসরি আইনের লজ্ঘণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। রাষ্ট্রের আইন লজ্ঘণকারী তামাক কোম্পানিগুলোকে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আওতায় আনা জরুরী।

DHAKA MONDAY AUGUST 27, 2018

The Daily Star

SECOND EDITION

Your Right to Know

A tripod is set up for filming in front of a store with a brand-new point of sale in Lalmatia. *Below*, A leaflet from the health ministry saying advertisements or publicity of tobacco products anywhere, including points of sale, is prohibited by law. PHOTO: COLLECTED

BATB violating tobacco law

Anti-tobacco activists claim

STAFF CORRESPONDENT

British American Tobacco (BAT) Bangladesh apparently conducted promotional activities for one of its new products in Dhaka's Lalmatia area yesterday, defying the country's tobacco control act.

A group of 10-15 representatives of BAT Bangladesh set up a decorated point of sale, containing packs of the company's new cigarette, at a departmental store in block D of Lalmatia around 11:00am.

They also displayed branding of the cigarette and documented all their activities using a camera, an anti-tobacco activist [wishing to remain anonymous] who was present at the spot, told The Daily Star.

"They came to the area around 10:30am with a vehicle, which carried a number of such points of sale. They set up a point of sale at the store and recorded a video. They left the place around 1:00pm," he said.

"I secretly took some photos of their activities with my phone. I didn't interact with them, fearing attack, as I had such experience before," said the activist of Bangladesh Tamak Birodhi Jote, an alliance of anti-tobacco organisations.

Following the incident, Tamak Birodhi Jote issued a press release, in which it condemned such promotional activities and claimed that BAT Bangladesh has violated the existing tobacco control act.

Setting up a point of sale decorated with packs of cigarettes is prohibited according to section-5 of Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act of the country, Syeda Anonna Rahman, a programme manager of WBB Trust, told The Daily Star.

WBB Trust is one of the leading organisations of Tamak Birodhi Jote.

"The tobacco companies are currently conducting their promotional activities in various ways in Dhaka and other districts. This was one of the examples. They mostly do such activities through their dealers," said Anonna.

SEE PAGE 4 COL 7

BATB violating tobacco

FROM PAGE 3

Contacted, Mehnaz Kabir, spokesperson of BAT Bangladesh, claimed that they always adhere to the tobacco control act.

She claimed that a photo shoot was conducted for internal training purposes, and no promotional activities took place.

প্রথম আলো

ঢাকা সোমবার, ২৭ আগস্ট ২০১৮, ১২ ভাদ্র ১৪২৫, ১৫ জিলহজ ১৪৩৯

আইন না মেনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচার

জনস্বার্থে প্রণীত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন না মেনে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি বাংলাদেশের (বিএটিবি) তামাকের প্রচার চালানোর নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট।

গতকাল রোববার বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোটের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই নিন্দা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রোববার সকালে জোটের পক্ষ থেকে তাঁরা লালমাটিয়ার ডি ব্লকে সরেজমিনে দেখেছেন, বিএটিবি তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য একটি নতুন ব্র্যান্ডের সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে, যা ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনবিরোধী। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি সেখানে সিগারেটের নতুন বিক্রয়কেন্দ্র (পয়েন্ট অব সেল) স্থাপন করে সুসজ্জিত বাক্সে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুযায়ী, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ। দেশে প্রকাশিত কোনো বই, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ডে বা অন্য কোনোভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না। তামাকজাত দ্রব্য কিনতে আগ্রহী করে এসবের কোনো নমুনা, বিনা মূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, মানুষকে দেওয়া যাবে না এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে কোনোভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না।

বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ বলেন, সংগঠনটি লালমাটিয়ার ডি ব্লকে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা গেছে, স্থানীয় একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বিএটিবির প্রতিনিধিরা তামাকজাত দ্রব্যের নতুন বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। তাঁরা একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করছেন। এর পাশাপাশি পিকআপ ভ্যানে করে প্রকাশ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার ও এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের দৃশ্য ধারণ করা হচ্ছিল।

বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট শঙ্কা জানিয়ে বলে, এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের আশপাশে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে তরুণ শিক্ষার্থীরা থাকে। এ ধরনের প্রচার কার্যক্রম তাদের তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে পারে। তাই তামাক কোম্পানিগুলোকে আইন অমান্য করার জন্য অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আওতায় আনতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানায় সংগঠনটি। বিজ্ঞপ্তি

ছবিতে বিএটিবি'র কর্মকর্তারা মুদি দোকানে তামাকজাত দ্রব্যের নতুন বিক্রয় কেন্দ্র (পয়েন্ট অব সেল) স্থাপন ও নতুন ব্রান্ডের সিগারেটের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও সেসব দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করছেন। (আগস্ট, ২০১৮)

তরুণদের ধূমপানে আকৃষ্ট করছে বিএটিবি'র কর্মীরা

তরুণদেরকে তামাকজাত দ্রব্য সেবনে উৎসাহিত করতে অভিনব কার্যক্রম পরিচালনা করছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি। সম্প্রতি, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র একটি প্রতিনিধি দল সুনামগঞ্জ শহরে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে পায়, বিএটিবি'র নিয়োগকৃত কিছু যুবক হাতে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে তরুণদের মাঝে স্টার নিও সিগারেটের বিজ্ঞাপনের একটি ভিডিও প্রদর্শন করছে। কোম্পানির প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তারা দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে ব্রান্ড প্রমোশন ও জরিপের লক্ষ্যে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এমনকি ধূমপান করেন না এমন মানুষদেরকেও সিগারেটের ভিডিও প্রদর্শণ করছেন তারা। এতে অল্প বয়সী ও স্কুল-কলেজগামী ছেলেদের মাঝে তামাক সেবনের প্রতি কৌতূহল তৈরী হচ্ছে।

মূলত, দেশের তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ভোক্তা তৈরীই এ সকল কাজের অন্যতম উদ্দেশ্য তামাক কোম্পানিগুলোর। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত, ২০১৩) এর ধারা-৫ এবং বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী এ ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন অমান্যে শাস্তির বিধান রয়েছে।

দৈনিক পত্রিকায় পরোক্ষভাবে সিগারেটের বিজ্ঞাপন!

তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণায় অভিনব কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিভিন্ন তামাক কোম্পানি। সম্প্রতি, একটি জাতীয় দৈনিকে সিগারেটের দাম উল্লেখপূর্বক একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। পত্রিকার দাম প্রচার করলেও পরোক্ষভাবে এটি সিগারেটের বিজ্ঞাপন। এধরনের বিজ্ঞাপন মানুষকে ধূমপানে প্ররোচিত করে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত, ২০১৩) এর ধারা-৫ এবং বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী এ ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন অমান্যে শাস্তির বিধান রয়েছে।

ছবি: সুশান্ত সিনহা

মিঠে-কড়া, বিড়িতে সিগারেটের স্বাদ!

"বিড়ি সেবনে সিগারেটের স্বাদ" "কড়া মিঠে স্বাদে আকিজ বিড়ি" শীর্ষক চটকদারী বার্তা প্রচারের মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষের মাঝে বিড়ি সেবনে উৎসাহিত করছে আকিজ টোব্যাকো কোম্পানি। সম্প্রতি, পটুয়াখালী, গৌরনদী, সুনামগঞ্জ ও জকিগঞ্জে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র প্রতিনিধিরা লক্ষ্য করেন, চকলেটের বয়াম সাদৃশ্য আকিজ বিড়ির বয়াম এবং সেখানে বিড়ির বিজ্ঞাপনে উৎসাহব্যঞ্জক বার্তা ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি, বিড়িকে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সাথে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে কোম্পানিগুলোর কৌশলের অংশ হিসাবে। তাছাড়াও বিক্রয় কেন্দ্রে লিফলেট, ষ্টিকারের মাধ্যমে বিড়ি'র প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে তারা।

স্থানীয় পর্যায়ে আরো দেখা যায়, আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী'র বিধান লঙ্ঘণ করছে অধিকাংশ তামাক কোম্পানি। জনস্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" প্রত্যয় বাস্তবায়নে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে এ সকল তামাক কোম্পানিকে শাস্তির আওতায় আনা জরুরী।

বস্তা ভরা জর্দা কিনে পুরস্কার জেতার আহ্বান

সম্প্রতি, জকিগঞ্জ থানার সামনে অবস্থিত একটি মুদি দোকানে মমো কেমিক্যাল কোম্পানির মমো জর্দা'র বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত একটি ক্যালেন্ডার লক্ষ করা যায়। যেখানে মেগা অফারের নামে মৃত্যুঘাতী পণ্য জর্দার প্রচারণা চালানো হয়েছে।

হাস্যকর ও দু:খজনক বিষয় যে, নূন্যতম ৩ বস্তা জর্দা ক্রয় করলে উপহার পাওয়া যাবে। একটি ফ্রিজ উপহার হিসাবে পেতে হলে ক্রেতাকে অন্তত ৫০ বস্তা জর্দা ক্রয় করতে হবে। এ ধরনের অফারকে অনেক বিক্রেতা কোম্পানির প্রতারণা হিসেবে উল্লেখ করেন।

তারা বলেন, আমাদের পক্ষে বস্তাভরা জর্দা ক্রয় করা সম্ভব নয়। মূলত, তামাক কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের প্রচারণার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেয় এবং এ কাজে খুচরা বিক্রয়কর্মীদের ব্যবহার করে থাকে। তাদের এধরনের কার্যক্রম তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সু-স্পষ্ট লঙ্ঘণ!

দেশের আইনের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল মমো কেমিক্যাল কোম্পানির মতো অন্যান্য তামাক কোম্পানিগুলোকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা জরুরি। যাতে অন্য কোন কোম্পানি রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করতে না পারে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী'র বিধান লঙ্ঘণ করে বিভিন্ন কোম্পানি কতৃক বাজারজাকৃত জর্দ্দা

কোম্পানির পার্টনার ও বিক্রেতাদের উপহার প্রদান

শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলায় খুচরা তামাকজাত পণ্য ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকোসহ বিভিন্ন তামাক কোম্পানিগুলো ব্যবসায়ীদের বিড়ি/সিগারেট বিক্রয়ে টার্গেট পূরণ, খালি প্যাকেট জমা, পার্টনারশীপের মাধ্যমে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করছে। এছাড়াও বিক্রেতাদের সাথে ছবি তুলে নির্দিষ্ট ব্রান্ডের সিগারেটের প্রচারণায় ফ্লাইয়ার, ক্যালেন্ডার, ষ্টিকার প্রদর্শন করছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি।

প্রদত্ত উপহার সামগ্রীতে কোম্পানির ব্রান্ড, রং-লোগোর ব্যবহার লক্ষনীয়। যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের লঙ্ঘণ।

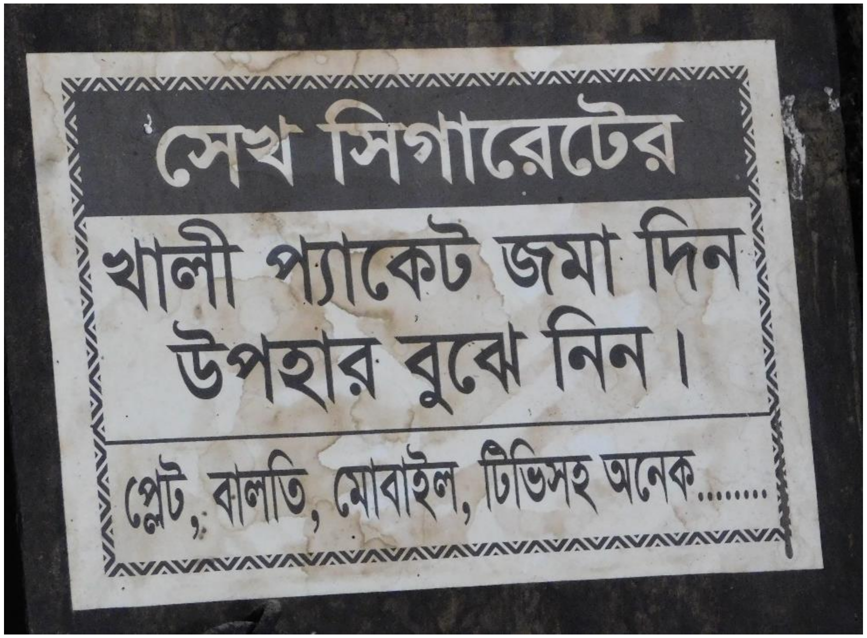
সেখ সিগারেটের
খালী প্যাকেট জমা দিন
উপহার বুঝে নিন।
প্লেট, বালতি, মোবাইল, টিভিসহ অনেক........

১০
বছর

এগিয়ে
বন্ধু ঢাকা টোব্যাকো

স্টকের প্রয়োজনে ফোন করুন
মেসার্স নূর সন্স
৩১, আর কে মিশন রোড, ময়মনসিংহ।
মোবাইল ঃ ০১৭১৯-০৭৪৬৮৯
Star Line
Pineapple
Cream Biscuit

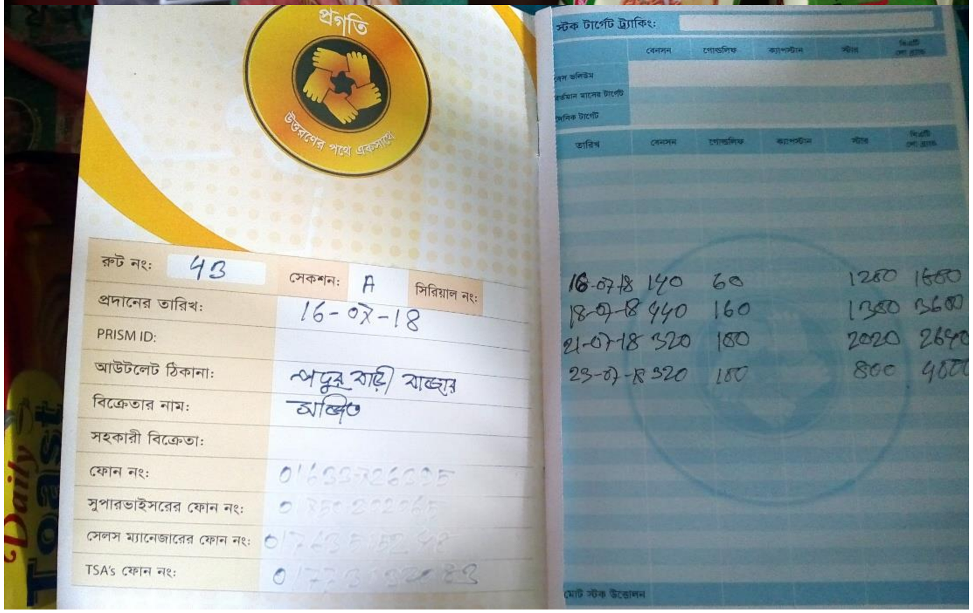
প্রগতি
রুট নং: 43
সেকশন: A
সিরিয়াল নং:
প্রদানের তারিখ: 16-07-18
PRISM ID:
আউটলেট ঠিকানা:
বিক্রেতার নাম:
সহকারী বিক্রেতা:
ফোন নং:
সুপারভাইসরের ফোন নং:
সেলস ম্যানেজারের ফোন নং:
TSA's ফোন নং:
স্টক টার্গেট ট্র্যাকিং:
মোট স্টক উত্তোলন

যুগ যুগ ধরে সবার প্রিয়
নবাব বিড়ি
প্রোঃ মরহুম আলহাজ্ব মোঃ নবাব আলী মিয়া
আটানি বাজার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
ফোন ঃ ৭৫৩৪৭
১৪২৫ বঙ্গাব্দ
বৈশাখ
জ্যৈষ্ঠ
আষাঢ়
শ্রাবণ

বিজ্ঞাপন প্রচারে দোকানদারদেরকে জিম্মি করছে তামাক কোম্পানিগুলো

ক্রেতাদের আকৃষ্ট করনের লক্ষ্যে তামাকজাত দ্রব্যের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে তামাক কোম্পানিগুলো। এ কাজে তাদের অন্যতম হাতিয়ার তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রগুলো (Point of Sale)। ৫ শের বিভিন্ন জেলায় দোকানদারদের সাথে কথা বলে জানা যায়, কোম্পানির প্রতিনিধিরা বিড়ি-সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচারে একরকম তাদের বাধ্য করছেন। এমনকি বিজ্ঞাপন না থাকলে সে দোকানে সিগারেটের যোগান কম দেওয়া, সুযোগ-সুবিধা, উপহার কম দেওয়া হয়।

অনেক দোকানী অভিযোগ করে বলেন, আমাদের অগোচরে কোম্পানির বিক্রয় কর্মীরা এসব বিজ্ঞাপন লাগিয়ে যায় আমাদের অনুমতি না নিয়ে। এ ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ছোট ও টং দোকানীদের সাথে ঘটে থাকে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালা অনুসারে তামাক কোম্পানির এধরনের কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের আইনী বিধান বাস্তবায়ন ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক কোম্পানির এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধে স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিক্রয়কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন স্থাপন করছে তামাক কোম্পানির

বিক্রয়কেন্দ্রে তামাক কোম্পানির অভিনব প্রচারণা, সারাদেশে চিত্র অভিন্ন।

রাজধানীসহ সারাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণায় বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে অভিনব কার্যক্রম পরিচালনা করছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি, ঢাকা টোব্যাকো, আবুল খায়ের টোব্যাকোসহ অন্যান্য তামাক কোম্পানিগুলো। বিক্রয় কেন্দ্রে লিফলেট, ষ্টিকারের মাধ্যমে ধূমপানে উৎসাহব্যাঞ্জক বার্তা প্রচার, ঈদ-পুজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা জানানো, স্কুল-কলেজের সামনে বিজ্ঞাপন সম্বলিত বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন, তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কারী ও সেবনকারীদের জন্য উপহার সামগ্রী প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে তারা।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত, ২০১৩) এর ধারা-৫ এবং বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী এসব কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন অমান্যে শাস্তির বিধান রয়েছে।

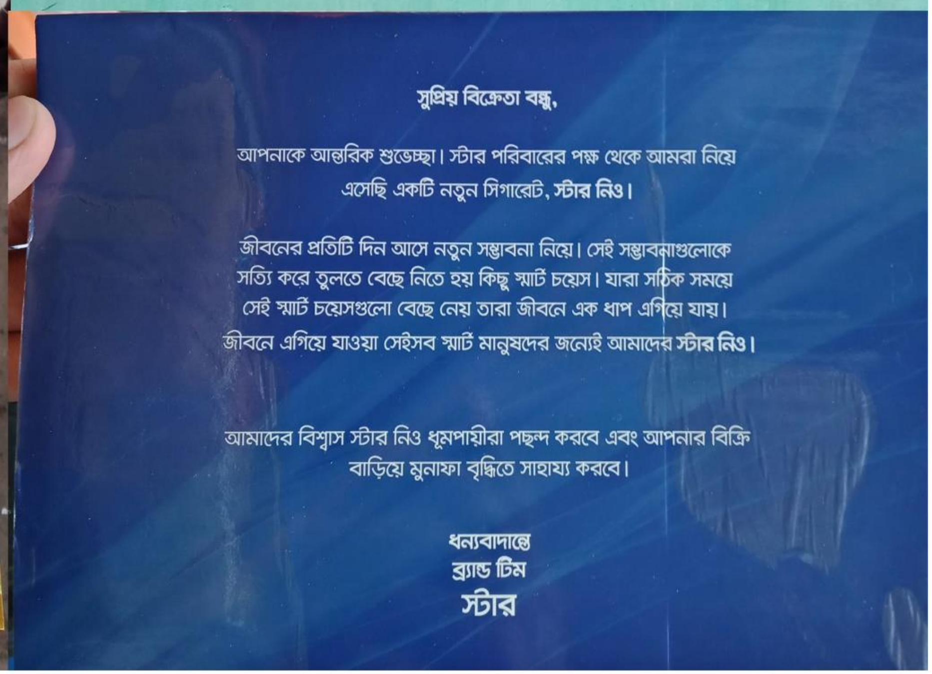
সুপ্রিয় বিক্রেতা বন্ধু,

আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। স্টার পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা নিয়ে এসেছি একটি নতুন সিগারেট, **স্টার নিও।**

জীবনের প্রতিটি দিন আসে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। সেই সম্ভাবনাগুলোকে সত্যি করে তুলতে বেছে নিতে হয় কিছু স্মার্ট চয়েস। যারা সঠিক সময়ে সেই স্মার্ট চয়েসগুলো বেছে নেয় তারা জীবনে এক ধাপ এগিয়ে যায়। জীবনে এগিয়ে যাওয়া সেইসব স্মার্ট মানুষদের জন্যেই আমাদের **স্টার নিও।**

আমাদের বিশ্বাস স্টার নিও ধূমপায়ীরা পছন্দ করবে এবং আপনার বিক্রি বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

ধন্যবাদান্তে
ব্র্যান্ড টিম
স্টার

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি "স্টার নিও" সিগারেটের ব্রান্ড প্রমোশনে এ ধরনের প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে

BOLD TASTE
FLAVOR SATISFACTION
Marlboro
INNOVATION

গোল্ডলীফ স্টার স্টার নেক্সট
১ শলাকা ৮ টাকা
২ শলাকা ১১ টাকা
১ শলাকা ৫ টাকা

রাজধানীতে বেড়েছে ভ্রাম্যমাণ তামাক বিক্রেতার সংখ্যা

রাজধানী ঢাকায় ভ্রাম্যমাণ সিগারেট ও পান বিক্রেতার সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। এতে মানুষ সহজেই হাতের নাগালে এ সকল স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য পেয়ে মাত্রাতিরিক্ত সেবন করছেন। যা জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে পতিত করছে। তামাক ব্যবসা সম্প্রসারন কিংবা প্রাণঘাতী পণ্য মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলোর অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যত্রতত্র তামাকজাত পণ্যের বিক্রয়কেন্দ্র (পয়েন্ট অব সেল) ও ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা।

সম্প্রতি প্রকাশিত (গ্যাটস-২০১৭) এর ফলাফলে দেখা যায়, দেশে তামাক সেবনকারীর সংখ্যা ৪৩.৩ শতাংশ থেকে কমে ৩৫.৩ শতাংশ হয়েছে। যা ইতিবাচক ও সরকারের প্রচেষ্ঠার ফল। এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে নজর দেয়া জরুরী।

ছবি ও তথ্য সংগ্রহ:

সিলেট ও খুলনা বিভাগ:

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন- রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (আরডিএসএ), স্যোসাল এডভান্সমেন্ট ফোরাম (সাফ), পোড়াদহ, কুষ্টিয়া

ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগ

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট ও তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রতিবেদন প্রণয়ন:

আবু রায়হান
সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
www.wbbtrust.org
www.bata.net.bd